৪৩.৯ ভারতের পরিবেশনীতি (Environment Policy of India)

বিদ্যমান ব্যবস্থায় মানবজাতির উন্নয়ন ও কল্যাণের নির্দিষ্ট একটি সূচক থাকা উচিত, অথবা একাধিক সূচক থাকা দরকার—এ বিষয়ে বিতর্ক বর্তমান। কারণ সাম্প্রতিককালে মানুষের মঙ্গলের নির্ধারক হিসাবে কেবলমাত্র জাতীয় উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কোন একটি অর্থনীতি উৎপাদন শক্তির কিছুমাত্র হানি না ঘটিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী ও সেবা উৎপন্ন করতে সক্ষম তার সবটাই জাতীয় উৎপাদনের সূচকের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় না। তা ছাড়া এই সূচকের আরও সীমাবদ্ধতা আছে। পরিবেশগত অবক্ষয় এবং এই অবক্ষয়ের ব্যয়ভার ও কষ্ট সমাজের বিভিন্ন অংশের উপর কি পরিমাণে বর্তায় তা এই সূচকের মাধ্যমে সম্যকভাবে ধরা পড়ে না। এই কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের হিসাব আয়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (CSO) বা পরিকল্পনা ও কর্মসূচী রূপায়ণ দপ্তর গড়ে তুলেছে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি। এই কমিটির কাজ হল রাজ্যের জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত আর্থিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের খতিয়ান প্রদর্শনের পদ্ধতি প্রসঙ্গে নির্দেশ প্রদান।

মানবসভ্যতার অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বপরিবেশের কতকগুলি মৌলিক সমস্যা দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যাগুলি হল: জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়, ওজোন ক্ষয়, গ্রীণ হাউস গ্যাসের পুঞ্জীভবন ও জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি। ভারতে পরিবেশগত কতকগুলি মৌলিক সমস্যা বর্তমান। এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিপজ্জনক বর্জ্য পদার্থের নির্গমন, উপযুক্ত নিকাশী ব্যবস্থার অভাব, জলদূষণ, জীববৈচিত্র্যের অবলুপ্তি, জাতীয় সম্পদের অবক্ষয় প্রভৃতি। ভারতের এই সমস্ত পরিবেশ সমস্যার পিছনে কারণ হিসাবে কতকগুলি বিষয়কে দায়ী করা হয়। এই বিষয়গুলি হল: গাছকাটা ও বনাঞ্চল হ্রাস, ব্যাপক শিল্পায়ন ও নগরায়ন, উৎপাদন-নিবিড় কৃষিব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার প্রভৃতি। অবশ্য ভারতের দারিদ্র্য এক্ষেত্রে একটি বড় কারণ এবং এই দারিদ্র্যের পিছনে আছে দেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ।

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। উন্নতিকামী যে কোন দেশের পক্ষে এ কথা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়ে সচেতনতা সাম্প্রতিককালে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 'বসুন্ধরা সম্মেলন' নামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে রিয়ো ডি জেনেরিও শহরে। এই সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে সচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একটি বিশ্ব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীটি ২১তম এজেন্ডা (Agenda 21) নামে পরিচিত। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল উন্নয়নের কর্মসূচীর সঙ্গে পরিবেশমূলক চিন্তাভাবনার সমন্বয় সাধন।

উল্লিখিত ২১তম এজেণ্ডার নীতিসমূহের মূল কথা ভারতের জাতীয় পরিবেশ নীতির ক্ষেত্রে বিবেচিত ও স্বীকৃত হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের তাগিদে ভারতে বিগত কয়েক দশকে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে এবং নীতি ও কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। জাতীয় সংরক্ষণ নীতি, বনভূমি সংরক্ষণ, দূষণরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন প্রভৃতি নীতি ও কর্মসূচীর মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

Scanned with CamScanner

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাক্কালে পরিবেশের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সমস্ত কর্মসূচীর অন্যতম ছিল পরিবেশগত ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই পরিকল্পনা কালে আর্থনীতিক স্থায়িত্বের ভিত্তিতে পরিবেশের সুষ্ঠু পরিচালনা ও আর্থনীতিক উন্নয়নের কথা ভাবা হয়েছে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের ভিত্তি হিসাবে সামাজিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের কথা ভাবা হয়েছে। নবম পরিকল্পনার কর্মসূচীর মূল নীতিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাকৃতিক সম্পদের সম্যক মূল্যায়ন; পরিবেশের অর্থনীতির মূল্যায়ন; আর্থনীতিক প্রভাব ও পরিবেশের প্রভাবের পর্যালোচনা; রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে পরিবেশগত পরিস্থিতির প্রসঙ্গে প্রতিবেদন পর্যালোচনা; মানুষের অংশগ্রহণ; নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ প্রভৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে এই পরিকল্পনার প্রাক্কালে ক্ষেত্রভিত্তিক, বিষয়ভিত্তিক ও কার্যক্ষেত্রভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল।

পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য প্রতিরোধক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক পদ্ধতিও অবলম্বন করা আবশ্যক। পরিবহন, গ্রামোন্নয়ন, নগরোন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, শক্তি, সার প্রভৃতি সরকারী দপ্তরসমূহ পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করবে। তবে প্রতিষেধক ব্যবস্থাদির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (NGO)-র উপর নবম পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই নবম পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে যৌথ বনরক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণকে। আগে দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার হাতিয়ার হিসাবে বনাঞ্চলকে দেখা হয়নি; দেখা হয়েছে শিল্পে কাঁচামাল যোগান দেওয়ার উপায় হিসাবে এবং বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখার হাতিয়ার হিসাবে। স্বভাবতই এযাবৎ এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়নি।

পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তথ্যের সম্ভার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা উপাদান। এই উপাদান জনসাধারণকে সংগঠিত ও সক্রিয় করে। এই উপাদান দূষণ রোধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও সক্ষমতার সৃষ্টি করে। এই কারণে অধুনা পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়। ব্যবহৃত বায়ু ও পানীয় জল ব্যবহারের অযোগ্য হলে বা স্বাস্থ্যসম্মত না হলে সে বিষয়ে জনসাধারণের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। তা হলে সাধারণ মানুষ সংগঠিত হয়ে উপযুক্ত সংগঠনের সাহায্যে বা আইনবিদ্‌দের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তথ্যাদির আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষ তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারে এবং তথ্যসমৃদ্ধ মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারের উপর বর্তাতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক। পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষের অংশগ্রহণ এবং তথ্যের আদান-প্রদানের গুরুত্ব অস্বীকার্য। ভারত সরকার পরিবেশ সুরক্ষার কাজে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রী, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের জন্য বিবিধ প্রকল্প প্রণয়ন করেছেন। নদী সংরক্ষণের জন্য একটি জাতীয় প্রকল্প প্রণীত হয়েছে। এই প্রকল্পে নাগরিকদের কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারের দিক থেকে আশা করা হয়েছে যে, সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাহায্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিজ্ঞান, কারিগরী ও কলা বিভাগসমূহের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া পরিবেশমূলক প্রভাবের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে আদালতে আবেদন করার কথাও বলা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইনে অঙ্গরাজ্যসমূহের সরকারগুলিকেও যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতের এক্তিয়ারও যথেষ্ট বাড়ান হয়েছে।

মাত্রাতিরিক্ত দূষণের অন্যতম উৎস হিসাবে শক্তির ক্ষেত্রগুলির দায়িত্ব অনস্বীকার্য। পরিবেশের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব মারাত্মক। ভারত সরকার এই প্রভাব যথাসম্ভব হ্রাস করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে। পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রসমূহের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক একটি বিশেষ সংস্থাকে সক্রিয় করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহের গুণগত মানের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রক সদর্থক উপায়-পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। প্রাথমিকভাবে পরিবেশগত দিক থেকে প্রতিটি বৃহৎ শক্তিকেন্দ্রকে যথাযথভাবে যাচাই করে দেখা হয়। শক্তিপ্রকল্পগুলিকে ছাড়পত্র প্রদানের আগে দেখে নেওয়া হয় যে, পরিবেশমূলক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা হয়েছে কিনা। যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে এই সমস্ত বিষয় বিচার-বিবেচনা করে।

জল ও বায়ু পরিশোধমূলক বিবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 'বিশ্ব পরিবেশ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা' (Global Environment Monitoring System), 'জাতীয় পরিবেষ্টনকারী বায়ুমান নির্বাহ-কর্তৃপক্ষ' (National Ambient Air Quality Management) প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রকল্পের যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্কতা আবশ্যক। কীটনাশক, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, জৈব পদার্থ প্রভৃতি প্রসঙ্গে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রযুক্তিগত বিষয়াদির পরিপ্রেক্ষিতে নিবারণমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার।

Scanned with CamScanner